দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 16 JAN 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৩ ...

অধ্যাপক আরেফিন সিদ্দিক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ভিসি

॥ বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক ড. আবুল আহসান মোহাম্মদ সামসুল আরেফিন সিদ্দিক (আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক) সাময়িকভাবে বিশ্ব বিদ্যালয়ের ২৭তম ভিসি হিসাবে নিয়োগ পেলেন। অধ্যাপক ড. এস এম এ ফায়েজকে ভিসির দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে তাকে এ পদে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে রাষ্ট্রপতি এ নিয়োগ আদেশে স্বাক্ষর করেছেন। অধ্যাপক আরেফিন সিদ্দিককে ভিসি নিয়োগের খবরে বিভিন্ন সংগঠন থেকে অভিনন্দন জানানো হয়েছে। এদিকে গতকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ও সহকারী প্রক্টর পদত্যাগ করেছেন।

ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক

সরকারি এক তথ্য বিবরণীতে অধ্যাপক আরেফিন সিদ্দিককে সাময়িকভাবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে বলে জানানো হয়। নতুন ভিসির নিয়োগ আদেশে বলা হয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট কর্তৃক নির্বাচনের মাধ্যমে তিন ব্যক্তির প্যানেল হতে ভিসি নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ও প্রশাসনিক কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার স্বার্থে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ ১৯৭৩ এর ১১(২) ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর অধ্যাপক ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ তাকে সম্পূর্ণ সাময়িকভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির দায়িত্ব প্রদান করেছেন।

অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিককে ভিসি নিয়োগের খবরে গতকাল দুপুরের পর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সর্বত্র আনন্দ ছড়িয়ে পড়ে। গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগসহ বিভিন্ন বিভাগের সহকর্মীরা ড. আরেফিন সিদ্দিককে টেলিফোন করে অথবা সরাসরি এসে তাঁকে অভিনন্দন জানান। এ ব্যাপারে (১২শ পৃঃ ৭-এর কঃ দ্রঃ)

ড. আরেফিন সিদ্দিক

(প্রথম পৃঃ পর)

অধ্যাপক আরেফিন সিদ্দিকের অনুভূতি জানতে চাইলে গতকাল রাতে তিনি ইত্তেফাককে বলেন, আমি নিয়োগের বিষয়টি জেনেছি। তবে আনুষ্ঠানিক পত্র এখনো পাইনি। দায়িত্ব পেয়ে এ সংক্রান্ত বিষয়ে মন্তব্য করবেন বলে জানান।

জীবন বৃত্তান্ত

বিশ্ববিদ্যালয়ের নবনিযুক্ত ভিসি অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের জন্ম ১৯৫৩ সালের ২৬ অক্টোবর ঢাকায়। তিনি ১৯৬৯ সালে এসএসসি, ৭১ সালে ঢাকা কলেজ থেকে এইচএসসি, ১৯৭৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএ ও ১৯৭৫-এ সাংবাদিকতায় এমএ ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৮০ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগে প্রভাষক হিসাবে শিক্ষকতা পেশায় মনোনিবেশ করেন। ১৯৮৬ সালে ভারতের মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন করেন। যুক্তরাষ্ট্রের কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়, মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর পেশাগত প্রশিক্ষণ লাভ করেন এবং সাউদার্ন ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিজিটিং ফেলো হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯৩ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব, ১৯৯৪ ও ১৯৯৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক এবং ২০০৪ ও ২০০৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির নির্বাচিত সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার (বাসস) চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ভারপ্রাপ্ত ডিন,